সৌ দি আ র ব

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্ব

বাংলাদেশ সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়

আগামী মৌসুম থেকে বাংলাদেশ হজযাত্রীদের হজ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হোক। আর তাহলে প্রতি বছর সরকারের প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা অপচয় হবে না। বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় ব্যালেটি হজযাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছরই হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণসহ বিভিন্ন নামে প্রতি বছরই সরকারি খরচে বিভিন্ন গ্রুপ পাঠানো হয়। আর সরকারি হাজিদের আবাসন অর্থাৎ বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই মক্কা ও মদিনা শরিফে বড় রকমের দুর্নীতি হচ্ছে। এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন দালালরা। এ সমস্ত দালাল সরাসরি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের আশীর্বাদপুষ্ট। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে মক্কা ও মদিনার স্থানীয় পর্যায়ের বিএনপি ও হজ মিশনের দুর্নীতিবাজ কিছু কর্মকর্তা।

চলতি হজ মৌসুমে বাংলাদেশী হজযাত্রীর সংখ্যা গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর মধ্যে সরকারি বা ব্যালেটি হজযাত্রী মাত্র ৩ হাজার ৮১৭ জন। সরকারের ২০০৫ সালের হজ নীতিমালায় চলতি হজ মৌসুমে ৫০ হাজার হজ যাত্রী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪২ হাজার হজযাত্রী হজব্রত পালন করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমানে চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক।

উল্লিখিত চিত্র থেকে দেখা যায়, বিগত ১০ বছরে মোট হাজির সংখ্যা ছিল ৩৭,১৮১৭ জন। আর সেখানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজব্রত পালন করেছেন ৩০,৬,৬৬৫ জন হাজি। ব্যালেটি অর্থাৎ সরকার ব্যবস্থাপনার হজব্রত পালন করেছেন মাত্র ৬৫,১৬২ জন।

ওআইসি হজ নীতিমালায় প্রতি বছর কোনো দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি হাজারে একজন প্রতি বছর হজ সম্পাদনের সুযোগ পান। কিন্তু সে নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় এক লাখ ব্যক্তি হজে গমন করতে পারেন। কিন্তু বিগত ১০ বছরের চিত্র অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

জিয়াউদ্দি মাহমুদ মিঠু
মক্কা মহানগরী, সৌদি আরব

বিগত ১০ বছরে আগ্রত হাজির পরিসংখ্যান

সাল	ব্যালটি হাজির সংখ্যা (সরকারি ব্যবস্থাপনায়)	ননব্যালটি হাজির সংখ্যা (বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়)	মোট আগত হাজির সংখ্যা
২০০৫	৩,৮১৭	৪১,২৩৫	৪৫,০৫২
২০০৪	৫,৮১০	৩৪,৩৪২	৪০,১৫২
২০০৩	৭,৯৪৫	৩২,৬২৮	৪০,৫৭৩
২০০২	৩,৫১৫	৩৫,৩৫৭	৩৮,৮৭২
২০০১	৪,৪৮৬	৪২,৩৯৩	৪৬,৮৭৯
২০০০	৭,৬৮৪	৩৩,১৮১	৪০,৮৬৫
১৯৯৯	৭,১৮৭	২৬,৯০৪	৩৪,০৯১
১৯৯৮	৮,০৪১	২২,৩১৫	৩০,৩৫৬
১৯৯৭	৮,৯৪৬	২২,৫৩১	৩১,৪৭৭
১৯৯৬	৭,৭২৯	১৫,৭৭৯	২৩,৫০০

cwUi Avb›`gq cwi‡ek| ev †_‡K wØZxq Rb †jLK K¨vb nv‡Z

কো রি য়া

আনন্দমুখর নিউ ইয়ার্স পার্টি

বাইরে ভীষণ শৈত্যপ্রবাহ। চারপাশের সবুজ প্রকৃতি বিবর্ণ। খুব শিগগিরই বরফ পড়তে শুরু করবে। বরাবরের মতো এবারও বর্ষশেষ ডিনার পার্টির আয়োজন ছিল। তবে এবারেরটা বড়সড়ো, জাঁকজমকপূর্ণ। নির্ধারিত সময়েই পার্টিস্থলে পৌঁছান আমাদের সহকর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। চারপাশে উৎসবমুখর পরিবেশ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ডিনারে আমন্ত্রণ জানান ম্যানেজিং ডিরেক্টর। উপস্থিত সবাই কোলা, বিয়ার, ওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে সমস্বরে চিৎকার করে বলে, 'কুম্বে' (চিয়ার্স)। এরই সঙ্গে শুরু হয় উচ্চশব্দের ধুমধাড়াক্কা মিউজিক। টেবিলে সাজানো হরেক রকম সুস্বাদু খাবার তুলে নেন সবাই। এ এক অন্যরকম পরিবেশ। অন্যরকম অনুভূতি। চারপাশে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। কোরিয়ান ছেলেমেয়েরা বিশেষ টিভি স্ক্রিনের লিরিক দেখে গান পরিবেশন করেন। সেই সঙ্গে উদ্দাম নাচ। জমকালো এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী প্রবাসী ছাড়াও রাশিয়ান, থাইল্যান্ড, তুর্কি, উজবেকিস্তান, চায়নিজ প্রবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন। ২০০৪ সালকে বিদায় জানিয়ে স্বাগত জানায় ২০০৫ সালকে। অতীতের দুঃখ-বেদনা, ব্যর্থতা পেছনে ঝেড়ে ফেলে সামনে এগোয় নতুন বছর। দেখে স্বপ্ন। প্রত্যাশা করে সুন্দর জীবনের। সুন্দর আগামীর...।

এম এ রিন্টু
উজাংবু, খায়রবি, সাংসুরি রোড

নি । উ । জি । ল্যা । ন্ড

সামারের এক সন্ধ্যায়

নিউজিল্যান্ডের সামার বলতে সূর্যাস্তের শেষে গোধূলির আলো ফোটে সাড়ে ৯টায়। তারপর সন্ধ্যাটা আসে যেন কাঙালের মতো, কোনো ভরাট ভাব নেই। রাতটা ভারী হতে হতেই এসে যায় মধ্যরাত।

কিন্তু আমাদের সেদিনের সন্ধ্যাটা রাত হতেই ভারী হয়ে উঠেছিল। গম্ভীর মধ্যরাতের মতো। আমরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকি বিভিন্নজন বিভিন্ন পেশায়। আমরা সবাই ছুটি ডলারের পেছনে। ঘন্টা ফুরালেই ডলার, দিন ফুরালেই মুঠো মুঠো ডলার। সবার মুখে একই কথা- দেশ ছেড়ে বাবা-মা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে আছি পেটের জন্যই। কতো কী দায়িত্ব...! কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের কোনো কোনো সন্ধ্যা হয় ব্যতিক্রম। যখন আমরা হাঁফিয়ে উঠি। ভাবি, ছোটখাটো একটা ঘরোয়া আয়োজনই করি, কাছের কয়েকটা ফ্যামিলি মিলে।

২৭ ডিসেম্বরের রাতটা এমনই এক ব্যতিক্রম রাত। নিউজিল্যান্ডের সামারের এই সময়টাতে লম্বা একটা বন্ধ পাই। ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার। টানা পনেরো দিনের বন্ধ। এ ছাড়া আর কোনো বন্ধ আমরা সেরকমভাবে পাই না। এমনকি আমাদের দুই ঈদের বিশেষ দিনেও আমাদের কাজে যেতে হয় দু'মুঠো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে।

সেই সন্ধ্যা বা রাতে আমাদের সেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানটা হয় তারেক সাহেবের বাসায়। তারেক সাহেব নতুন বাড়ি করেছেন হ্যামিল্টনের শেয়ারউড পার্কে। পেছনে বেশ সুন্দর প্রশস্ত একটা লন। বেশ বড় লিভিং রুম। ঘরোয়া অনুষ্ঠানটা শুরু হয় বার কিউর (BBQ) মউ মউ গন্ধ দিয়ে। জুস শুষে নেয়া গ্রিল্ড চিকেন, বিফ স্টেইক, সসেজ এবং অনিয়ন ফ্রাই। আমরা এসেছিলাম প্রায় ২০০ জনের মতো। কেউ কেউ বে অব প্লেন্টির তাওরাঙা সিটি থেকে, কেউ কেউ অকল্যান্ড। আর হ্যামিল্টনবাসীই তো আছেন। হাসি, কথা, হই-হুল্লোড় আর বাচ্চাদের চিৎকারে জমে ওঠে পরিবেশটা। রাত খানিকটা হয়ে আসতেই শুরু হয় গানের অনুষ্ঠান। আমাদের প্রধান শিল্পী শেখর গোমেজ আর সারপ্রাইজ শিল্পী শফিক প্রবাল।

গান শুরু হয় মিসেস ডেইজি আহমেদের একটা হাছন রাজার গান এবং একটা পুরনো দিনের গান দিয়ে। তারপর শেখর গোমেজের পরপর কয়েকটা নজরুলগীতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাঝখানে বিরতি। তারপর শফিক প্রবাল ও অনুভাবীর ডুয়েট। বিরতির পর দর্শক-শ্রোতাদের অনুরোধে শেখর গোমেজ গেয়ে শোনান মান্না দে, ভূপেন হাজারিকা এবং একটা বাংলা ছায়াছবির গান।

রাত তখন প্রায় দুটো বেজে যায়। আমরা অনুষ্ঠান শেষে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে বাইরে লনে এসে দাঁড়াই। কেউ তাওরাঙা যাবে, কেউ অকল্যান্ড। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। গাড়িতে হেলান দিয়ে কারো কারো চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখি। হঠাৎই আকাশে আস্ত চাঁদের দিকে চোখ পড়ে। এতো চমৎকার একটা চাঁদ, রাতের ধূসর নীলের ভেতর যেন সমস্ত দেহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আমার মনের ভেতর গানের রিনিঝিনি সুরগুলো তখনও বাজছিলো। আমার সমস্ত অনুভূতির ভেতর সুর, চাঁদ ও জ্যোৎস্না। আমার তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, আমি যেন গাড়িতে হেলান দিয়ে চাঁদটাকে দেখছি না, আমি আমাদের ছোট্ট গাঁয়ের উঠোনের পাশের খড়ের মাচায় হেলান দিয়ে চাঁদ ও জ্যোৎস্না দেখছি। আর পাশের বাড়ির বৈঠকঘর থেকে রেডিওর নৈশকালীন প্রোগ্রামের ছায়াছবির গান শেখ গোমেজের কণ্ঠেই যেন ভেসে আসছে- '... ও- ও- লালন মরলো জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা, হাতের কাছে ভরা কলস তৃষ্ণা মিটে না...?' আমাদের সত্যি এতো তৃষ্ণা কোথায়?

মহিবুল আলম
2/200 Grey Street, Hamilton East
Hamilton, New Zwaland.

জা । পা । ন

জাপানে মুসলিম

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মুসলিম। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় একশ' বিশ কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী রয়েছে। সংখ্যাটা একেবারেই কম নয়।

জাপানিজদের ধারণা মতে মুসলিমদের তিনটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হয়। প্রথমত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত রমজান মাসের রোজার সময় (রোজা রাখলে) মুখে কিছু দেয়া যাবে না এবং তৃতীয়ত শূকরের মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই তিনটি মেনে চললেই তাকে জাপানিজরা ধর্মভীরু মুসলিম বলে জানে। মুসলিম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কথা আগে কম জানলেও ইরাক যুদ্ধের কারণে এবং নাইন ইলেভেন (টুইন টাওয়ার ধ্বংসের) কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কথা এখন অনেক জাপানিজই জানে। তবে অনেক জাপানিজ মনে করে মুসলিমরা কেবল ইরাকের আশপাশে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়াতে বসবাস করে। কিন্তু তারা জানে না যে ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বসবাস।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাপানিজদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম ওঠাবসা হয় ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। বাণিজ্য করতেই মুসলমানরা প্রথম জাপান আসে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু জাপানে বসবাসকারী মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে ১৯২০ সাল থেকে। সেই সময় থেকেই জাপানে মসজিদ স্থাপিত হয়। জাপানে প্রথম মসজিদটি স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে Hyogo-Ken, Kobe City-তে। তার ২ বছর পর Tokyo, Yoyogi Uehara-তে ২য় মসজিদটি স্থাপিত হয়।

জাপানে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকজন বসবাস করছে। যার মধ্যে ৮০০ জন জাপানিজ মুসলমান রয়েছে। এছাড়াও অস্থায়ীভাবে অনেকেই বসবাস করছে। মুসলিমদের ৬০% বসবাস করে Tokyo এবং তার আশপাশের জেলাগুলোতে। তাইতো Tokyo, Asakusa, Hiro, Otsuka, Yashio, Isasaki, Sakimachi প্রভৃতি মসজিদে এলাকার লোকজন ছাড়াও আশপাশ থেকে জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্য জড়ো হয়। তবে বাংলাদেশীদের চেয়ে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকান লোকজনই বেশি।

ইসলাম সম্পর্কে জাপানিজদের ভ্রান্ত ধারণাও কম নয়। আমেরিকানদের অনুসারী জাপানিজ শিক্ষালয়গুলোতে ইসলাম সম্পর্কে ভুল শিক্ষাদানে আমেরিকানদের চেয়ে কম নয়। একটি স্কুলের (১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য) পাঠদানের কিছু নমুনা পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো। যা একই স্থানে কাজ করার সুবাদে ঐ শিক্ষার্থীর মায়ের মুখ থেকে শোনা।

* ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হলো যুদ্ধবাজ। তারা নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যেতে পছন্দ করে। * শূকর হলো নিরীহ প্রাণী আর মুসলিমরা হলো কলহ প্রিয়, তাই মুসলিমরা শূকর খায় না। * শূকরের মাংসে প্রচুর ভিটামিন আছে যার জন্য তাদের খাওয়া নিষেধ।

আসলেও কি তাই?

রাহমান মনি, Kirigaoka 1-6-3-312, Kita-Ku, Tokyo

বা । হ । রা । ই । ন

ফেরদৌসী রহমানের সংবর্ধনা ও নাশিদ কামালের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

†di‡`Śmx ingvb I bwk` Kvgvj

গত ১৯ নবেম্বর ২০০৪ সালে বাহরাইনের অভিজাত ক্রাউন প্লাজা হোটেলে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি ফেরদৌসী রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও বাংলাদেশের আরেক প্রথিতযশা বহুমাত্রিক শিল্পী ড. নাশিদ কামালের একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইনস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুরস্ক, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, ব্রুনাই, রাশিয়া ও ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক দেশী-বিদেশী অতিথি ও শ্রোতারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বাহরাইনস্থ বাংলাদেশ স্কুলের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শাফকাত আনোয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর

Av‡qvRK‡`i mv‡_ bwk` Kvgvj

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিদেশে এভাবে তুলে ধরার জন্য আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে ফেরদৌসী রহমানকে ফুলের তোড়া ও একটি কেক উপহার দেয়া হয়। ফেরদৌসী রহমান তখন মঞ্চে এসে সাবলীল ইংরেজিতে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলেন। এরপর নাশিদ কামাল তিন ঘন্টা ধরে তার চমৎকার সঙ্গীতশৈলীর মাধ্যমে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। তিনি একাধারে নজরুলগীতি, ভাওয়াইয়া, আধুনিক বাংলা, গজল, হাসন রাজার গান ও আরো বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে তিনি ইংরেজিতে বিদেশী শ্রোতাদের কাছে গানের মর্মার্থ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন গৌরবময় ধারার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটি সব ধরনের শ্রোতার মনে গভীর দাগ কাটে এবং বাংলাদেশী দর্শকরা বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরার এ প্রয়াসের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এমিলি আনোয়ার ও সামরিনা চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন বাংলাদেশ ক্লাব, বাহরাইন।

মহিউদ্দিন আহমদ
পোস্ট বক্স-২৩৬, মানামা, বাহরাইন

ভে । নি । স

রেডিও বাজের নববর্ষ অনুষ্ঠান

'বাংলাদেশ থেকে সুদূর ইটালিতে কর্মরত আছেন অসংখ্য বাংলাদেশী। দেশের জন্য মূলবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ছাড়াও ইটালির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা প্রভূত ভূমিকা রাখছেন'। ইটালির জনপ্রিয় বেতার কেন্দ্র রেডিও বাজের মুখোমুখি হলে রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল বারী চৌধুরী এ কথাগুলো বলেন।

গত ৩১ ডিসেম্বর ইটালিয়ান জনপ্রিয় বেতার কেন্দ্র Rodio Base এদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের বহিরাগতদের নিয়ে আয়োজন করে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় স্থানীয় সময় রাত ৯.৩০টায়। ভেনেতো প্রদেশের প্রধান, ভেনিস পৌরসভার প্রধান বিভাগীয় পুলিশ প্রধান এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা। এরপর ছিল দেশভিত্তিক অনুষ্ঠান। এ পর্যায়ে শুরুতেই বাংলাদেশ। বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে রোমস্থ দূতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল বারী চৌধুরী ইটালিয়ান ও বাংলা ভাষায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টেলিফোনে ইটালিতে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত মহলসহ সকলকে সারাসরি ইংরেজি নব্বর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন অনেকেই। পুরো অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন Rodio Base-এর ভারপ্রাপ্ত বাংলা বিভাগের প্রধান শেখ মহিতুর রহমান বাবলু ও রেডিও বাজের পরিচালক লিলিয়ানা বোরাংগা।

Iffat Ara, News Caster, Rodio Base Bengali Service
email:rodiabasebengali@yahoo.com

সু । ই । ডে । ন

শারদীয় আনন্দ উৎসব

সুইডেনে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশীর বসবাস। বাংলাদেশীরা তাদের আনন্দ, বিনোদন ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার জন্য গড়ে তুলেছেন নানা সংগঠন। দেশীয় রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এখানেও বাংলাদেশীরা নিজেদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির রাজনীতির দলাদলিতে বিভক্ত। কিন্তু এখানে বসবাসরত সিলেট জেলার প্রবাসীরা নিজস্ব জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিকশিত করার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন গ্রেটার জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সুইডেন। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ ওই সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'শারদীয় আনন্দ উৎসব ২০০৪', যা সুইডেনে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বাংলাদেশীদের অন্য সংগঠনগুলো গতানুগতিকভাবে ঈদ পুনর্মিলনী উৎসব পালন করে। কিন্তু সংগঠনে অন্য ধর্মের সদস্য থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। গ্রেটার জালালাবাদ এসোসিয়েশন এবারে এই অনুকরণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলো, যা সুইডেনসহ অন্যান্য দেশে বসবাসরত প্রবাসীদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা মাইলফলকরূপে কাজ করবে। স্টকহোমস্থ এক স্কুল মিলনায়তনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী উপস্থিতিতে প্রথমে কবি নজরুলের 'হিন্দু না মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?' পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এরপর ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শারদীয় দুর্গাপূজার বিষয়বস্তুর ওপর শারদীয় আনন্দ উৎসবে আগত অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন ডা. পুলক নন্দী, ডা. আতিকুল ইসলাম। ড. আনোয়ার হোসেন, সুজাউল করিম, মিসেস বীণা আলী ও অত্র সংগঠনের সভাপতি আব্দুল বাছিত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন দেশের অতিথিদের মাঝে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পড়তে আসা ছাত্র ভাস্কর ভট্টাচার্য আবেগে উদ্বেলিত হয়ে মঞ্চে এসে বলেন, আমি সত্যিই ভীষণ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছি প্রবাসে এ ধরনের উদ্যোগ দেখে। আমরা বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে এটা তার প্রমাণ। এই উদ্যোগ বাঙালিদের বিশ্বের মাঝে অসাম্প্রদায়িক বিশ্ব গড়তে অনুপ্রাণিত করবে।

সুইডেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাবিহউদ্দিন আহমেদ তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মৌলবাদী দল ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলবাদী দল কখনো ক্ষমতায় আসে নাই। পূজা, ঈদ ওই উৎসবগুলো আমাদের বাংলাদেশী সংস্কৃতির ঐতিহ্য। জাতিগত ঐতিহ্য অনুসারে আমরা প্রবাসেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নানা উৎসব পালন করছি তা সত্যিই আনন্দের ও গর্বের। তিনি সবাইকে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে দেশ গঠনে প্রবাসীদের দেশে পুঁজি বিনিয়োগে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বর্তমানে সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশের এক সময়ের খ্যাতনামা লোকসঙ্গীত শিল্পী ও অত্র সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রী শেখর দেব। দুর্গাপূজাসহ বন্দনাসঙ্গীত ও অন্যান্য সম্প্রীতিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডা. পুলক নন্দী, সুজাউল করিম, প্রিয়াঙ্কা নন্দী, শেখর দেব, স্বপন ও আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল অতিথি আপ্যায়ন। ভোজনপর্বে খাদ্য তালিকা করেছিল বাঙালির প্রিয় মাছ, ভাত, ডাল, পূজার প্রসাদের ন্যায় সুস্বাদু সবজির নিরামিষ, যা ছিল সত্যিই উপাদেয়। অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল বাছিত চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাঙালিদের শতবর্ষের ঐতিহ্য লালন করে স্বর্গীয় বিভেদ ভুলে সম্প্রীতিসহকারে বসবাসের আহ্বানে জানান।

মুঃ খলিলুর রহমান রোকনী, সুইডেন
Rokoni@hotmail.com

টো । কি । ও

ইমিগ্রেশনের পুশ ইন

জাপান প্রবাসী আটজন বাংলাদেশী যারা মানবিক কারণে তাদেরকে জাপানে সাময়িকভাবে অবস্থানের অনুমতি প্রদানের দাবি করে মানবতাবাদী সংস্থা Asian People Frendship Society (APES ও জাপানি ক'জন ল'ইয়ারের মাধ্যমে টোকিও ইমিগ্রেশন বিভাগে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, জাপান ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করে ২১ জানুয়ারি তাদের বাংলাদেশ ফেরত পাঠিয়েছে। এই আটজনের 'ডিপোর্ট' কার্যক্রম সংস্কারহীন জাপানি অভিবাসন আইনের সেকেলে ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করলো। সারা বিশ্বেই অভিবাসন আইনের উদার সংস্কার আধুনিকীকরণ থেকে জাপান যে কতটা পিছিয়ে তা এখন আরো প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঐ আটজন বাংলাদেশী ছাড়াও অসংখ্য জাপানি ব্যক্তিগতভাবে ও অনেক মানবাতাবাদী সংস্থাও বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও প্রচারণার মাধ্যমে এই আদেনকারীদের পক্ষে তাদের মতামত দিয়েছিলেন-এ ধরনের সব আবেদনকে বিন্দুমাত্র সম্মান না দেখিয়ে জাপান অভিবাসন বিভাগ এই অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে গিয়ে যে ধরনের সহমর্মিতা দেখানো প্রয়োজন তাও পালিত হয়নি। আবেদনকারীর পক্ষের প্রতিনিধি APFSকেও আগাম জানানো হয়নি। এ বিষয়ে এই প্রতিবেদকের কাছে APFS কর্মকর্তা জাপান ইমিগ্রেশনের এই সিদ্ধান্তকে অন্যায় ও প্রথাবিরুদ্ধ এবং আইনের অপপ্রয়োগ বলে বর্ণনা করেছেন। সংস্থার প্রতিনিধি Mr. Yamaguchi শুক্রবার (২৮ জানুয়ারি) ঐ আটজনের সঙ্গে কথা বলতে ঢাকা যাচ্ছেন। সদ্য বহিষ্কৃত এই অসহায় প্রবাসীর প্রতি জাপান ইমিগ্রেশন বিভাগের আচরণ, আইনের শিথিলতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হয়ে যথাযথ প্রতিবাদ ও প্রতিকারের ব্যাপারে পরবর্তী আইনি লড়াইয়ে APFS জাপান অভিবাসন বিভাগের মুখোমুখি হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, 'আটক হওয়া' ও 'deported` হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এই ৮ জন বাংলাদেশী আত্মসমর্পন করলে অনেকটা জনমতের কারণে প্রথম দিন তাদের আটক করা হয়নি। পরবর্তীতে ৬ অক্টোবর হাজিরা দিতে গেলে তাদের আটক করা হয়। আশা করা হয়েছিল অভিবাসন বিভাগের উদারতায় তারা বোধ হয় অনুমতি পাচ্ছে। অথচ সব সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে তাদেরকে বিতর্কিত 'পুশ ইন' প্রক্রিয়ায় স্বদেশে ফেরত পাঠানো হলো।

বিষয়টি নিয়ে এখন মিডিয়াতে আলোচনা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ ও সংস্থা অভিবাসন দপ্তরের এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিবাদ জানাবে।

কাজী ইনসান, টোকিও, Kazi ensan@gmail.com